৩ নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য,

সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভলপমেন্ট সোসাইটি (এসআরএইচইডিএস)

৩ নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য,

সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসআরএইচইডিএস)

Office of the Prodhan

No.- 3 UDAYPUR GRAM PANCHAYAT

ABDUR RAJJAK
Prodhan
Mob : 9733009931

মিশন নির্মল বাংলা

P.O.- Mahipal, Kushmandi Block
Dist. Dakshin Dinajpur
E-mail : udaypurgp@gmail.com

Ref. No. Date 05.02.2019.

৫ উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমন্বিয়া রুরাল হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং অ্যাফেড ইনিশিয়েটিভস্ এর মধ্যে সমঝোতা সূত্র অনুযায়ী, 17 টি সংসদে একজন সমাজ সেবী, আগ্রহী মহিলা শিক্ষানবিশ হিসাবে চিহ্নিত করন, তাদের দুইটি প্রকল্পের কাজে প্রশিক্ষন দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রতিটি সংসদ এলাকায় 30/35 টি গরীব পরিবার চিহ্নিত করন করে, শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে, পরিবার গুলিকে নিয়ে পাড়া বৈঠক, LCD show করে প্রাথমিক ভাবে অপুষ্টি সংক্রান্ত দিকগুলি তুলে ধরা হয়। এর পর অপুষ্টি-রোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে 17 টি সংসদের 750 টি গরীব পরিবারে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করায়, মরশুম ভিত্তিক 7/8 ধরনের শাক-সবজির বীজ প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে নার্সারী করে 5/6 ধরনের ফলের চারা তৈরীর প্রক্রিয়া গ্রহন করা হয়। ফলের চারা তৈরীর পর, প্রতিটি সংসদ এলাকায় চিহ্নিত গরীব পরিবারের হাতে 5/6 ধরনের ফলের চারা পাড়া মিটিং এর মাধ্যমে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দিয়ে প্রদান করা হয়। যাহাতে প্রত্যেকটি পরিবার, ভবিষ্যতে উক্ত ফল গাছ থেকে ফলের যোগান পায় এবং অপুষ্টি দূর করতে পারে।

" এই ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমন্বিয়া রুরাল হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং অ্যাফেড ইনিশিয়েটিভস্ যৌথ ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারন সভায় বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহনে একমত হয়ে কাজ করেন। যাহাতে পরিবারে পুষ্টির মান উন্নয়ন ও জীবিকা উপযোগী আয়ের পথ দেখানো সম্ভব হয়। এই ভাবে ধাপে ধাপে 750টি পরিবার সারা বছর ধরে পুষ্টি বাগান, 35টি পরিবার পরিকল্পিত ভাবে ফলের বাগান তৈরী করে, ফল খাওয়ার অনেকটা চাহিদা পূরন করছে। মরশুম ভিত্তিক ডাল চাষের জন্য বীজ সরবরাহ করা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পতিত ও অব্যবহৃত জায়গায় অড়হর ও ডাল চাষ করে গরীব পরিবারদের ডালের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া নুতন পদ্ধতি হিসাবে চাষ শুরু হয়েছে। যেমন- SRI, SWI, T.P.S, OLL, এবং সবজি হিসাবে খাঁকচই, ব্রোকলি চাষ হচ্ছে। পড়ে থাকা ডোবা গুলিতে জিওল মাছ চাষ করছে। কার্য্যকারী দলের মাধ্যমে ছাগল পালন সহায়তা, ভেড়া উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে ভেড়া ও শুকর প্রদান এবং ব্যক্তি গত হিসাবে 5টি পরিবারকে 5টি শুকর দেওয়া হয়েছে। RIR মুরগী, খাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস পালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি-

P.T.O

Office of the Prodhan
No.- 3 UDAYPUR GRAM PANCHAYAT
ABDUR RAJJAK
Prodhan
Mob : 9733009931
মিশন নির্মল বাংলা
P.O.- Mahipal, Kushmandi Block
Dist. Dakshin Dinajpur
E-mail : udaypurgp@gmail.com

Ref. No. Date.....................

পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। প্রতিটি সংসদে ৫/৬ জন গরীব পরিবার চিহ্নিত করন করে, আফটার স্কুলের মাধ্যমে প্রশিক্ষন দিয়ে আমবাগি ও ফলের নার্সারী, সবজির নার্সারী ও সবজি বাগান, ছাগিঃ গরু ও সরকারী মাধ্যমে ভার্মি, অ্যাজোলা, ফলের বাগান এবং কলম কাটিং করে, কিছু পরিবারের আয় রোজগারের সুযোগ করা হয়েছে। এই ভাবে প্রতিটি - উদ্যোগের মাধ্যে শিক্ষানবিকাদের সহায়তা করার জন্য - গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক ও সমস্নিয়া রুরাল হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি এবং অ্যাসেড ইনিশিয়েটিভস্ এর লাগাতার প্রয়াসে, উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত আজ এক নুতন পথের দিশারী। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই প্রয়াস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য- অ্যাসেড ইনিশিয়েটিভস্ এবং সমস্নিয়া রুরাল হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির আগামী দিনেও পূর্ন সহায়তা পাবো বলে আশা রাখি।

Prodh[illegible]
NO.-3 UDAYPUR GRAM PANCH[illegible]
Kushmandi, Dakshin Dinajpur

Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Mithu Biswas (Joarder) **Balurghat**

Karmadhyaksha
Sishu O Nari Unnayan, Janakalyan O
Tran Sthayee Samity
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad
Balurghat - 733101
Mob./Whatsapp: 7872827074

মিঠু বিশ্বাস (জোয়ার্দার)
কর্মাধ্যক্ষ
শিশু ও নারী উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও
ত্রাণ স্থায়ী সমিতি
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ
বালুরঘাট - ৭৩৩১০১
হোয়াটসঅ্যাপ/মোবা : ৭৮৭২৮২৭০৭৪

Memo No. .... *Date.* 24-02-2019

অপুষ্টিতে ভোগা চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে তাদের পুষ্টি ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের এই কাজটি প্রথমে আমার নিজস্ব গ্রাম পঞ্চায়েত উদয়পুর এবং নিজের সংসদ সাঁকেকুড়াতে ৬০ টি চিহ্নিত গরীব পরিবারকে নিয়ে শুরু হয়। সভাপতি থাকাকালীন উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, সদস্য/ সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েতের স্টাফ, অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস ও সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট সোসাইটির কর্মীবৃন্দ যৌথ উদ্যোগের যে কাজগুলি যখন গ্রহন করতেন আমাকে জানাতেন। সব সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ টি সংসদের মধ্যে কয়েকটি সংসদের কাজ কর্ম আমি সরেজমিনে দেখেছি এবং গরীবদের জন্য কাজগুলির প্রয়োজন রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু পরিদর্শন করে দেখলাম গরীবদের জন্য জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টিবাগান, অব্যবহৃত রাস্তার ধার, খালপাড়, পতিত জমি চিহ্নিত করে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষ, পতিত ও মরশুমি ফল, আমবাগান, সবজির চারা তৈরী, ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, ছোট ছোট ফলের বাগান, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, হাঁস মুরগি, ছাগল ভেড়া, শুকর পালনের জন্য সহায়তা, পুষ্টিকর পশুখাদ্য, অ্যাজোলা চাষ, শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে কেঁচোসার তৈরী ও ব্যবহার, নার্সারী, এম. জি. এন আর ই জি এস এর অর্থে রাস্তার ধারে রোপন করে, গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের বাড়িতে চারা তৈরী করে তাদেরকেই ক্রয় পাট্টা প্রদান ইত্যাদি আরো অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। কয়েকটি কাজ ঠিকমতো না দাঁড়ালেও বেশির ভাগ কাজ যেমন পুষ্টিবাগান, অব্যবহৃত জায়গায় ডাল চাষ, অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরী ও ব্যবহার নার্সারী, কলম কাটিং, পশু পাখি পালনের সহায়তা, ইত্যাদি কাজগুলি ভালই হয়েছে এবং এলাকার মানুষ উপকৃত হয়েছে। ১৭ টি সংসদের স্কুলছুট যুবক যবতীদের আধার স্কুলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আয় রোজগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি মনে করি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংসদ স্তরে যেমন ভাবে কাজগুলি হচ্ছে তেমনি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও কাজগুলি করার প্রয়োজন রয়েছে। কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতি স্তরেও উপরিউক্ত কাজ শুরু করার বিষয়ে আমি একাধিকবার অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস ও সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট সোসাইটির কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। গরীবদের জন্য যৌথ উদ্যোগের এই কাজ কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে পড়ুক এই আশা রাখি।

অপুষ্টিতে ভোগা গরীবদের চিহ্নিত করে তাদের অপুষ্টি সহ দারিদ্র দূরীকরণ ও সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগে গৃহীত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজের সাফল্য কামনা করি।

অভিনন্দন সহ

Mithu Biswas (Joarder)

MITHU BISWAS (JOARDER)
Karmadhyaksha
Shishu O Nari Unnayan ... Janakalyan
O Tran ...
Dakshin Di...

OFFICE OF THE
KUSHMANDI PANCHAYAT SAMITI
P.O.- KUSHMANDI, DIST.- DAKSHIN DINAJPUR

Memo No. .... Date ১০/০৩/১৯

গরীব পরিবার ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ

সুদীর্ঘ বছর ধরে কুশমন্ডি এলাকার মানুষের সুখ দুঃখে পাশে থাকার সুবাদে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা হিসেবে মানুষের জন্য ভালো কিছু করার তাগিদ থেকেই "সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি"(এসআরএইচইডিএস)-র গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ এবং সম্পাদক, আমিনুল হক ও সদস্য, সৈয়দ রাজেশ আলিকে আগে থেকেই জানতাম। রাজেশই আমাকে জানায়, "অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্" নামক একটি সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে এসআরএইচইডিএস ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে অপুষ্টি দূরীকরণ এবং আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে সহায়তা করছেন। ২০১৮তে কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কলকাতাস্থিত উন্নয়নমূলক সংস্থা, "অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্" এর দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সুকুমার বাবু ও পুনরায় রাজেশের থেকে ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৭৫০টি গরীব পরিবার চিহ্নিত করে তাদের জন্য অপুষ্টি দূরীকরণ ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, অব্যবহৃত সরকারী জায়গা, পতিত ও মরশুমি পতিত জমি ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষের প্রসার, নার্সারীতে ফলের চারা তৈরি ও সেই চারা গরীব পরিবারগুলিকে সরবরাহ, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, পশু-পাখি পালনে সহায়তা, এমজিএনআরইজিএস এর অধীনে অ্যাজোলা, কেঁচোসার, নার্সারীতে চারা তৈরি, ফল বাগান, বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে সহায়তার বিষয়গুলি জেনে উৎসাহিত হই।

এছাড়া প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পুষ্টি বাগান, নার্সারী, এলসিডি শো, পুষ্টি ম্যাপিং, নাচ, গান, কবিতা পাঠ, গল্প বলা, ছবি আঁকা, যোগাসন ইত্যাদি কাজগুলি শুরু হয়েছে এবং কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকাগণ নিষ্ঠা ও আনন্দের সঙ্গে এই কাজে ব্রতী হয়েছেন জেনে সরেজমিনে দেখার আগ্রহ তৈরি হয়। দিন দশেক আগে ২টি সংসদ এলাকার কয়েকটি কাজ দেখে মনে হয়েছে, অপুষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তার মাধ্যমে এই ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রসার হওয়া দরকার।

আমি গরীব পরিবার ও ছাত্র- ছাত্রীদের কল্যাণে এই জাতীয় কাজ ৩ নং উদয়পুর থেকে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা ও প্রত্যাশা করি।

Savapati
Kushmandi Panchayat Samiti
Kushmandi Dakshin Dinajpur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
KUSHMANDI, DAKSHIN DINAJPUR.
E-Mail : bdo_kushmandi@rediffmail.com Phone No: 03524-263486

অপুষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণে ৩নং উদয়পুরের এক অনন্য উদ্যোগ

সবেমাত্র এক মাস হল, উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের দায়িত্ব ছেড়ে লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর এর কুশমন্ডি ব্লকের দায়িত্ব নিয়েছি। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্লককে প্রাথমিকভাবে জানা-বোঝার চেষ্টা করছি। হঠাৎ ৬ই অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে শান্তিনিকেতনে একটি রাজ্যস্তরের কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য ডি এম সাহেবের চিঠি পেলাম। পরের দিন আমিনুল হক সাহেব ও সৈয়দ রাজেশ আলি পুনরায় দেখা করে জানালেন, কলকাতাস্থিত 'অ্যাহেডে ইনিশিয়েটিভস' নামক একটি উন্নয়নমূলক পেশাদারি সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য হিসেবে 'সমসিয়া রুরাল হেলথ অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' বিগত তিন বছর ধরে চিহ্নিত ৭৫০টি গরীব পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছেন। গরীব পরিবারগুলির বাড়িতে সারাবছর ব্যাপি জৈব পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান, সরকারী পতিত জমি, রাস্তার ধার, খাল পাড়, নদীর চর ব্যবহার করে ৩-৫টি পরিবারে কার্যকরী দল গড়ে যৌথভাবে বিউলি, অড়হর ইত্যাদি ডাল চাষ, পতিত ও মরশুমি পতিত জমি লিজ নিয়ে বা ভাগ পদ্ধতিতে কার্যকরী দলের মাধ্যমে খেসারী, মুসুর, মুগ ইত্যাদি ডাল চাষ, সংসদ স্তরে মনোনীত বিবাহিতা মহিলা শিক্ষানবিশদের বাড়ীতে নার্সারীতে ফল ও অন্যান্য চারা তৈরি, গরীব পরিবারগুলিকে ৫ ধরনের ফলের চারা সরবরাহ, অল্প অর্থাৎ ১-২ কাঠা জায়গা আছে এমন আগ্রহী পরিবারের বাড়ীতে ছোট ছোট ফলের বাগান, অব্যবহৃত ডোবায় তেলাপিয়া মাছ চাষ, পরীক্ষামূলক ভাবে চৌবাচ্চায় জিওল মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী, ছাগল -ভেড়া, শুকর ইত্যাদি পশু-পাখি পালনে সহায়তা, পশু-পাখির অধিক পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য, অ্যাজোলা চাষ, কেঁচো সার তৈরী ও ব্যবহার ইত্যাদি কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে রুপায়ণের লক্ষ্যে পাড়া বৈঠক ও এল সি ডি শো দেখানোর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও হাতে কলমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে তারা জানালেন।

এছাড়া আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে পুষ্টি বাগান, ফলের নার্সারী, পুষ্টি ম্যাপিং, এল সি ডি শো, নাচ, গান, কবিতা পাঠ, ছবি আঁকা, গল্প বলা, যোগাসন ইত্যাদি কাজগুলো রুপায়ণে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান। আমিনুল হক সাহেব জানালেন, তিনিও ৬ই অক্টোবর শান্তিনিকেতনে "বৃক্ষ ভিত্তিক জীবন-জীবিকার সন্ধানে" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন। তার কাছে আরো জানতে পারলাম,

সমস্ত জেলার এম জি এন আর ই জি এস এর ডি এন ও সাহেবদের সাথে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডি এন ও সাহেব এবং বালুরঘাটের বি ডি ও ম্যাডামও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করছেন।

শান্তিনিকেতনের কর্মশালায় অংশ নিয়ে বৃক্ষভিত্তিক জীবন-জীবিকার বিষয়ে নতুন করে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেলাম। রাজ্যস্তরের এই কর্মশালায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কমিশনার, যুগ্ম সচিব, উপ সচিব এবং বৃক্ষ ও সামাজিক বনসৃজনের কয়েকজন গবেষক উপস্থিত ছিলেন। সেই দিন কর্মশালায় উপস্থিত থেকে বুঝতে পারলাম, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ করে রাজ্য এম জি এন আর ই জি এস বিভাগের সঙ্গে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' এর এক দীর্ঘদিনের কাজের সম্পর্ক রয়েছে এবং অ্যাহেডের ভাবনাগুলি রাজ্য সরকার গ্রহন করছে আর মাঠস্তরের কাজগুলি দেখে অনুপ্রানিত হয়ে পঞ্চায়েতগুলিও তা গ্রহণ ও রূপায়ন করার চেষ্টা করছে।

এরপর ৩১শে অক্টোবর, দাতা সংস্থা, ডেনমার্কের "আই আই ইন্টারেষ্ট" এর প্রতিনিধিদের উদয়পুর এলাকা পরিদর্শনের সময় তাদের সঙ্গে এবং অ্যাহেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, রত্নদীপ দে ও চেয়ারম্যান, আবির চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনায় রাজ্যস্তরে তাদের কাজ ও ভাবনা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমস্ত ব্লকে কাজ শুরু করার পরিকল্পনার বিষয়টি জানতে পারি। কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মিঠু জোয়ারদার এবং আমার অফিসের এম জি এন আর ই জি এস বিভাগের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, বিনয়বাবুর থেকে জানতে পারি অ্যাহেডের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চিহ্নিত ৭৫০টি গরিব পরিবার উপকৃত হচ্ছে এবং ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে নার্সারী, অ্যাজোলা, কেঁচো সার, ফল বাগান, বৃক্ষপাট্টা ইত্যাদি কাজগুলি রুপায়ণে সহায়ক হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই সমসস্ত কাজের বিষয়ে অ্যাহেডের প্রতিনিধি সুকুমার বাবুর সঙ্গে আমার একাধিকবার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তার প্রস্তাব অনুযায়ী সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান, নির্মাণ সহায়ক ও সচিবদের উপস্থিতিতে এম জি এন আর ই জি এস এর "আজকের মজুরি-আগামীর জীবিকা" এই বার্তাকে সামনে রেখে ব্লকস্তরে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ কিছুটা ধারনা পেয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। বর্তমানে সৈয়দ রাজেশ আলির থেকে নিয়মিত কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট ও হোয়াটস্ অ্যাপে বিভিন্ন কর্মসূচির ছবি পাই।

আমি ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্দ্যোগ যথাযথ পরিকল্পনা সহ আরও নিবিড় ভাবে রুপায়িত হোক এবং এই জাতীয় উদ্যোগ ব্লকের অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রহণ করে এলাকার গরিব মানুষের কল্যাণে ব্রতী হোন এই কামনা করি।

Block Development Officer
Kushmandi D/Dinajpur

খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচিতি

অবিভক্ত পরাধীন ভারতের দিনাজপুর জেলার জেলা সদর বালুরঘাট খুবই পুরানো ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পন্ন একটি শহর। স্বাধীন ভারতের অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর হল বালুরঘাট। অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভক্ত দুটি জেলার একটি হল উত্তর দিনাজপুর আর অন্যটি হল দক্ষিণ দিনাজপুর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলারও জেলা সদর রয়ে গেল সেই বালুরঘাটেই। প্রথমে এই জেলার দুটি মহকুমার একটি হল বালুরঘাট আর অন্যটি হল গঙ্গারামপুর। গঙ্গারামপুর মহকুমার সমস্ত অফিস কাছারি নতুনভাবে গড়ে উঠেছে বুনিয়াদপুর শহরে। এই মহকুমার ৪টি ব্লকের একটি হল কুশমুন্ডি। কুশমুন্ডি ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি হল ৩ নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত।

উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত হল কৃষি নির্ভর, নদী বেষ্টিত, পুকুর ও দিঘি সমন্বিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য শান্ত জনপদ। ২০১১ সালের ভারতের জনগণনা অনুযায়ী কুশমুন্ডি ব্লকের আয়তন ৩১০.৫ বর্গ কিমি. আর তদানুযায়ী ৩ নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়তন কমবেশি ৩৮.৮১ বর্গ কিমি.। মোট পরিবার- ৮,৪৮৭, লোকসংখ্যা- ২৮,৭২৫ জন, পুরুষ- ১৪,৬৬২, মহিলা- ১৪,০৬৩, তপশীলি জাতি- ৪৮ শতাংশ, তপশীলি উপজাতি- ১৮ শতাংশ, সংখ্যালঘু মুসলিম- ২৭ শতাংশ, সাধারণ ও অন্যান্য- ৭ শতাংশ, বিপিএল পরিবার- ২,৮৭৯, ভূমিহীন পরিবার- ১,২৯৩, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (৫০-১০০% প্রতিবন্ধকতা) - ১১৮ জন।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট জমি- ৪,৭২৩ হেক্টর, চাষযোগ্য জমি- ৪,১৩৯ হেক্টর, পতিত জমি- ১,৪২০ হেক্টর, দিঘি- ১টি (আয়তন ৬৪.০৬একর), বড় ও মাঝারি পুকুর– ২৩২টি, ছোটো পুকুর- ২৯৮টি, ডোবা- ২৯৩টি, তুলাই নদী- ৬কিমি, টাঙন নদী- ১৩কিমি, পাকা রাস্তা-৩৮.৫ কিমি, কাঁচা রাস্তা- ৭৬.৫ কিমি।

এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়- ৩টি, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র- ১টি, উচ্চ বিদ্যালয়- ২টি, মাদ্রাসা- ৯টি, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র- ৩১টি, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র- ৫টি। এছাড়া রয়েছে মন্দির- ৩৩টি, মসজিদ- ২০টি ও ক্লাব- ২৩টি।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সংসদ- ১৭টি, গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি- ১৭ জন, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন কুশমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি- ৩ জন, কর্মচারী- ১২ জন ও মনোনীত মহিলা শিক্ষানবিশ– ১৭ জন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১) প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরীব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন - জীবিকার মান বাড়ানো।

২) বাড়ীর কাছাকাছি অল্প জায়গায় সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য জৈব পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

৩) এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ডাল, তৈল ও খাদ্য শস্যের চাষ বাড়ানো এবং এই কাজে গরীব পরিবারকে যুক্ত করা।

৪) পতিত জায়গার (অব্যবহৃত জমি, রাস্তার ধার, খাল/নদীর ধার, পুকুর পাড়, জমির আল) ও সর্ব সাধারণের পড়ে থাকা জায়গার ব্যবহার বাড়ানো এবং কাছাকাছি গরীব পরিবারগুলিকে বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে বৃক্ষ পাট্টা কর্মসূচীতে যুক্ত করা।

৫) দেশী বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ানো যাতে গরীব পরিবার/চাষী নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরা রাখতে ও পরবর্তী মরশুমে ব্যবহার করতে পারে।

৬) কৃষি ভিত্তিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারীতে চারা তৈরি ও স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানী, পশুখাদ্য, জৈব সার, বনৌষধ) তৈরি করা।

৭) চাষের খরচ কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব আধুনিক ও উন্নত জৈব পদ্ধতিতে হাতে কলমে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮) পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

শুরুর কথা

কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পারিবারিক সমীক্ষা অনুযায়ী ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবার, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীল জাতি, তপশীল উপজাতি, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। সরকারী এই তথ্যগুলি প্রথমে বিশ্লেষণ করা হয় এবং তারপর খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কাজ নিয়ে শাসক ও বিরোধী সমস্ত দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার বিষয়ে সহমত তৈরি হয়। এরপর এলাকার বিভিন্ন তথ্য বিশেষ করে কৃষি ব্যবস্থা, ফসল চক্র, খাদ্যাভ্যাস, স্থানীয় সংস্কৃতি, গরীব পরিবারের জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, স্বনির্ভর দল ও অন্যান্যদের সহায়তায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে গরীব পরিবার চিহ্নিতকরণ ও তালিকা তৈরি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যা দ্বারা অনুমোদিত চুড়ান্ত তালিকা গ্রাম পঞ্চায়েতে পেশ করা হয়।

২০১৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরের জন্য একটি সংসদ এলাকায় যৌথ কাজের সুফল ও পরবর্তী সময়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিগত জানুয়ারী, ২০১৬ তে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ও ৩ নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে এক সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং তার ভিত্তিতে সব সংসদ এলাকার চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে কাজ শুরু হয়।

এরপর প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কি কি কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত পরিবারগুলি থেকে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলি একত্রিকরণ ও সুপারিশ সহ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেন। এরপর বীজ ও উপকরণ ক্রয় বাবদ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস্ ও গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথভাবে বীজ ও উপকরণের ব্যবস্থা করে। এরপর সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কর্মীবৃন্দ ও শিক্ষানবিশদের দ্বারা আবেদনকারী কার্যকরী দল ও গরীব পরিবারগুলিকে মাষ্টাররোলের মাধ্যমে বীজ ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়। এরপর 'সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'র ও 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্সে'র কর্মীবৃন্দ, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীবৃন্দ ও সদস্য/সদস্যাদের সাথে যোগাযোগ রেখে নিয়মিত পাড়াবৈঠক, মাঠ পরিদর্শন এবং পরিবারগুলিকে কারিগরি ও হাতে কলমে সহায়তা দিয়ে চলেছে। শুরু থেকেই যৌথ উদ্যোগের এই কাজে কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয়া সভাপতি, কুশমন্ডি ব্লকের মাননীয় বি ডি ও, মাননীয় জয়েন্ট বি ডি ও সহ ব্লকের কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ

দপ্তরের আধিকারিকগণও নিয়মিতভাবে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে সহায়তা দিচ্ছেন।

যৌথ কাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স-এর সহায়তায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে ১৭টি সংসদ এলাকার জন্য ১৭ জন মহিলা শিক্ষানবিশ ও ১ জন পূর্ণ সময়ের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন এবং শিক্ষানবিশরা প্রশিক্ষণ অনুযায়ী স্টাইপেন্ড ও প্রশিক্ষক মহাশয় সাম্মানিক গ্রহণ করছেন।

- প্রশিক্ষক যাতে আগামী দিনে এই কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতকে যথাযথ সহায়তা দিতে পারেন এবং সমগ্র অফিসিয়াল ও মাঠের কাজের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন এবং শিক্ষানবিশদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ-সহ পরিবারগুলিকে কারিগরি সহায়তা দিতে পারেন সেই ভাবে তাকে তৈরি করার চেষ্টা চলছে।
- গরীব পরিবারগুলির সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে বীজ ও উপকরণ বাবদ ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ৯২,৬৭৭/- টাকা ও ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে ১,২৭,০০০/- টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত উল্লিখিত কাজের জন্য খরচ করেছে।
- ৩ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌সের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, এসআরএইচডিএস -এর সম্পাদক ও ১ জন কর্মী, মোট ৭ জনকে নিয়ে এক পারচেজ কমিটি গঠন করা হয়েছে। বীজ বা অন্যান্য উপকরণ ক্রয় করার সময়ে উক্ত পারচেজ কমিটির ন্যূনতম ৪ জন সদস্য উপস্থিত থাকছেন।

- শিক্ষানবিশদের বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণগুলি মাসে ২ বার করে পঞ্চায়েত অফিসেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে প্রধান, উপ-প্রধান, সেক্রেটারী, নির্মাণ সহায়ক অথবা জি পি কর্মচারীদের মধ্যে ১-৪ জন উপস্থিত থাকছেন।

নির্মল বাংলা ও স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি

- রাজ্য সরকারের নির্দেশে ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নির্মল বাংলা ও স্বচ্ছ ভারত অভিযান সপ্তাহ পালন করে। গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিচালনায় যৌথ উদ্যোগের ফলে স্কুল ছাত্রদের নিয়ে পথ পরিক্রমা, স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিল্পীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতনতা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু মানুষের উপস্থিতিতে এই অভিযান কর্মসূচি সফল হয়। যৌথ উদ্যোগের এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ফলে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে।

এম জি এন আর ই জি এস এর বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বিশেষ সংসদ সভা ও প্যাকেজ প্রকল্প তৈরির উদ্যোগ

- ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষের কর্ম পরিকল্পনায় সার্বিক বিশেষ করে জীবিকা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ৩নং উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিগত ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে এম জি এন আর ই জি এস বিষয়ে বিশেষ সংসদ সভার আয়োজন করে। এই সভাগুলি সফল করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে এসআরএইচইডিএস ও অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স-এর পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা হয়। যৌথ উদ্যোগের ফলে বিশেষ সংসদ সভাগুলিতে মানুষের সক্রিয় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এই কর্মসূচীকে সার্থক করে তোলে। এই সভাগুলি সফল করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদের শিক্ষানবিশরাও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন।
- ঘরোয়া পুষ্টি বাগান, ছোট ছোট ফল বাগান, ডালজাতীয় শস্যের প্রসার, পশু-পাখি পালন, নার্সারী কাম প্লানটেশন, বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচি, কঞ্চি কলম, অ্যাজোলা ও কেঁচো সার তৈরি ও তার ব্যবহার, চৌবাচ্চায় জিয়ল মাছ চাষ ইত্যাদি কাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষের কর্ম পরিকল্পনায় যেগুলি এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব, সেগুলি উক্ত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা এবং বাকিগুলি রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ তহবিল ও নিজস্ব তহবিল থেকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭টি সংসদে ৭৫০টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের সঙ্গে ব্যাক্তিগত ও যৌথ ভাবে বিগত প্রায় চার বছর ধরে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলি গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

শুরুর সময়ে ১টি ও পরে আরও ১টি মোট ২টি সংসদে ১৬০টি পরিবারকে দিয়ে সারা বছর ধরে জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করানো হয়েছিল। বর্তমান বছরের রবি মরশুমে সব সংসদ এলাকায় ৭৫০টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের মধ্যে ৭৩১টি পরিবারকে ঘরোয়া পুষ্টি বাগানে যুক্ত করানো হয়েছে। সারাবছর ব্যাপী পুষ্টি বাগানে মরশুম ভিত্তিক অন্তত ৭-৮ ধরণের শাক-সবজি চাষের পরামর্শ ও বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে মরশুম ভিত্তিক ২/৩ রকম সবজির বদলে ৫/৬ রকম বিষ-মুক্ত শাক-সবজি সারা বছর ধরে খেতে পাচ্ছে এবং উৎবৃত্ত সবজি বিক্রি করে পরিবারের কিছু বাড়তি আয়ও হচ্ছে। ঘরোয়া পুষ্টি বাগানে আনুমানিক ১৪০৩ কুইন্ট্যাল শাক-সবজি উৎপাদন হয়েছে এবং পরিবারগুলির ১০০ থেকে ১২০ দিনের জন্য নিরাপদ শাক-সবজির যোগান নিশ্চিত হয়েছে।

(ক) ৫ ধরণের ফল গাছের চারা সরবরাহ

পুষ্টির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঘরোয়া পুষ্টি বাগানে অথবা সংলগ্ন জমিতে ন্যূনতম ৫ ধরণের ফলের গাছ (পেঁপে, কলা, পেয়ারা, লেবু, বেদানা, আমলকি ইত্যাদি) লাগানোর জন্য ৭৫০টি পরিবারের মধ্যে ৭০০টি গরীব পরিবারকে ২-৪ ধরণের ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে। যৌথ উদ্যোগের ফলে পরিবারগুলি ফল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা উপলব্ধি করেছে এবং ইতিমধ্যে পেঁপে ছাড়াও পেয়ারা ও বেদানা ফল খেতে পাচ্ছে।

(খ) পুষ্টি বাগানে বহুবর্ষজীবি সবজি

জৈব পদ্ধতিতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান থেকে যাতে সারা বছর ধরে গরীব পরিবারগুলি সবজির যোগান পেতে পারে সেই লক্ষ্যে ৭৫০টি পরিবারের মধ্যে ৭৩১টি পরিবারকে ২-৪ ধরণের বহুবর্ষজীবি সবজি চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। যৌথ উদ্যোগের ফলে ঘরোয়া পুষ্টি বাগানে বহুবর্ষজীবি সবজি লাগানোর প্রবণতা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং অসময়েও নিরাপদ সবজির যোগান বাড়ছে।

ডাল চাষ প্রসারে সহায়তা

ব্যাক্তিগত ও যৌথ ভাবে মরশুমি পতিত ও পতিত জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের ডাল শস্য (যেমন অড়হর, বিউলি, খেসারী ও মুসুর) চাষের জন্য ৬৯০টি পরিবারকে ডাল বীজ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট ১৫২.৯ একর জমিতে তারা ২১৫.৭০ কুইন্টাল ডাল উৎপাদন করেছে, যা ঐ পরিবারগুলির গড়ে ৪-৬ মাসের ডালের যোগান হয়েছে এবং কিছুটা বিক্রি করে পরিবারের কিছু বাড়তি আয়ও হয়েছে।

গম ও ভুট্টা চাষ প্রসারে উদ্যোগ

ব্যাক্তিগত ও যৌথ ভাবে মরশুমি পতিত ও পতিত জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য শস্য (গম ও ভূট্টা) চাষের জন্য ৬৮টি পরিবারকে বীজ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট ৩২৯.১১ একর জমিতে তারা ৫২৯.৪৪ কুইন্টাল গম ও ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে, যা ঐ পরিবারগুলির বছরে গড়ে ৩-৪ মাসের খাদ্যের যোগান হয়েছে এবং কিছুটা বিক্রি করে পরিবারের কিছু বাড়তি আয়ও হয়েছে।

তৈল জাতীয় শস্য প্রসারে উদ্যোগ

ব্যাক্তিগত ও যৌথ ভাবে মরশুমি পতিত ও পতিত জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের তৈল শস্য (সরিষা ও তিসি) চাষের জন্য ৬৯০টি পরিবারকে বীজ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট ৩৭২.৬৫ একর জমিতে তারা ৩৬৪.৬৮ কুইন্টাল সরিষা ও তিসি উৎপাদন করেছে, যা ঐ পরিবারগুলির বছরে গড়ে ৮-৯ মাসের তৈল শস্যের যোগান হয়েছে এবং কিছু পরিমাণ বিক্রি করে পরিবারের কিছু বাড়তি আয়ও হয়েছে।

নতুন ফসল চাষ

ক) মাদ্রাজি ওলঃ ৬৮টি পরিবারকে যৌথ ভাবে ওল উৎপাদন কেন্দ্রর জন্য ওল চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট .৪৩ একর জমিতে ১০৮টি পরিবার ৮২৫ কেজি ওল উৎপাদন করেছে, যা ঐ পরিবারগুলি কিছুটা খেয়েছে এবং পুনরায় চাষ করেছে। চলতি বছরে ১৭টি সংসদে ১৯টি ওল উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে।

খ) ব্রকলি অর্থাৎ সবুজ ফুলকপি ও পাকচই অর্থাৎ পুষ্টিগুন সম্পন্ন শাকঃ বিগত ২ বছর ধরে পুষ্টি বাগানের পরিবারগুলি ১০-২০টি করে ব্রকলি ও পাকচই এর চারা রোপণ করেছে এবং উৎপাদিত কপি ও শাক নিজেরা খেয়েছে ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও বিলি করেছে। এই নতুন ফসল সম্পর্কে এলাকার মানুষ জেনেছে এবং তাদের বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

নার্সারীঃ

ক) সবজির নার্সারী

ব্রকলি, পাকচই, লঙ্কা, বেগুন, টমেটোঃ শিক্ষানবিশদের মাধ্যমে নার্সারীতে চারা তৈরি করে সারা বছর ধরে পুষ্টি বাগান তৈরিতে সহায়তা দিতে পরিবারগুলিকে ১০-২০টি করে চারা রোপণ করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পরিবারগুলির সারাবছর ব্যাপী বিষমুক্ত নিরাপদ শাক-সবজির যোগান কিছুটা বেড়েছে।

খ) ফল গাছের নার্সারী

শিক্ষানবিশ সহ ২৭টি পরিবার নার্সারীতে ৯ ধরণের ৩২,২০০ চারা তৈরি করেছে। যার মধ্যে ২,৫০০ চারা তারা নিজেদের বাড়িতে লাগিয়েছে এবং ১,২৫৫টি চারা ৫৩,৭০৬ টাকায় বিক্রি করেছে। গত বছরের ১,১৮৮টি চারা এখনও ভালো অবস্থায় আছে। এর মধ্যে ৭০০টি পরিবারকে ৫ ধরণের ৪,২৭০টি ফলের চারা পুষ্টির মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাড়ি সংলগ্ন জমিতে রোপণের জন্য সরবরাহ করা হয়েছে। এই বছর ব্যাপক বন্যার কারণে ২১,৮০৬টি চারা নষ্ট হয়েছে।

গ) অন্যান্য গাছ- গাছালির নার্সারী

শিক্ষানবিশ সহ ২৭টি পরিবার নার্সারীতে ৫ ধরনের ৪২,২০০টি চারা তৈরি করেছে। যার মধ্যে ২,৫৪টি চারা নিজেদের বাড়িতে লাগিয়েছে এবং ১৬,৯০০টি চারা বিক্রি করে ১,৬৯,০০০ টাকা আয় করেছে। গত বছরের ১১,০৩৬টি চারা এই বছরে ব্যাপক বন্যার কারণে নষ্ট হয়েছে।

ঘ) কাটিং গ্রাফটিং পদ্ধতিতে কলমের চারা তৈরি

লেবু, পেয়ারা, লিচু ইত্যাদি গাছের কাটিং পদ্ধতিতে চারা তৈরির জন্য ১৭টি সংসদের ১৭ জন শিক্ষানবিশকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২৫০টির মতো কাটিং পদ্ধতিতে চারা তৈরি করে শিক্ষানবিশরা কিছুটা নিজেদের জমিতে লাগিয়েছে আর কিছুটা বিক্রি করে ৯০০/- টাকা আয় করেছে। এই কাজটা

শিক্ষানবিশরা খুব ভালোভাবেই শিখেছে। ফলে আগ্রহী পরিবারগুলিকে শেখাতে পারছে।

শেড নেটে চারা তৈরির উদ্যোগ

পরীক্ষামূলকভাবে ২টি সংসদে ২টি পরিবারকে দিয়ে শেড নেট করানো হয়। পরিবারগুলি শেড নেটের ব্যবহার শিখেছে এবং তার মধ্যে শাক-সবজি, ফল ও অন্যান্য চারা তৈরি করছে। এলাকায় শেড নেটে শাক-সবজি, ফল ও অন্যান্য চারা তৈরির প্রতি চাষিদের আগ্রহ বাড়ছে।

ছোট ছোট ফল বাগানের উদ্যোগ

২৩২টি পরিবার ১৬২ শতক জমিতে ২৩২টি ছোট ছোট ফল বাগান করেছে। উৎপাদিত ফল থেকে তারা বাড়িতে খাওয়ার পর বাড়তি বিক্রি করে এখন পর্যন্ত ১৪,৬০০ টাকা আয় করছে। এলাকায় ফল বাগান তৈরির প্রতি গরীব পরিবার ও চাষীদের আগ্রহ বেড়েছে ও বাড়ছে ।

মশলা বাগান তৈরির উদ্যোগ

২টি সংসদে পরীক্ষামূলক ভাবে ছোট আকারে ২ টি মশলা বাগান করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই বাগান দুটিতে এলাচ, দারচিনি, সুগন্ধি মশলা গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। এই ২টি ছাড়াও আরও কিছু বাগানে আরও কয়েক ধরণের মশলার চারা রোপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

পশু খাদ্য হিসেবে অ্যাজোলা চাষ

১৭টি সংসদের ১৭ জন শিক্ষানবিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় প্লাস্টিক পেপার পেয়ে নিজেদের বাড়িতে অ্যাজোলা চাষ শিখে উৎপাদিত অ্যাজোলা নিজেদের গৃহপালিত পশু-পাখিদের খাওয়াচ্ছে। তা দেখে এবং শিক্ষানবিশদের পরামর্শে আগ্রহী ৪৫টি পরিবার নিজেদের খরচে অ্যাজোলা চাষ করেছে ও ইহার ব্যবহার করছে। অ্যাজোলার উপকারিতা বুঝতে পেরে ইহা তৈরি ও ব্যবহারের প্রতি এলাকার বিশেষ করে পশু-পাখী পালনকারী পরিবারগুলির আগ্রহ দ্রুতগতিতে বাড়ছে।

কেঁচো সার তৈরি

১৭টি সংসদের ১৭ জন শিক্ষানবিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় রেডিমেট প্লাস্টিক পাত্র পেয়ে নিজেদের বাড়িতে কেঁচো সার তৈরি শিখেছে ও ব্যবহার করছে। এছাড়া শিক্ষানবিশদের পরামর্শে আগ্রহী ৩৫টি পরিবার এই উন্নত মানের জৈব সার তৈরি করা শিখে নিজেদের খরচে ছোট ছোট পিটে সার তৈরি করেছে। উৎপাদিত সার সকলে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করছে। এছাড়া ৬ জন শিক্ষানবিশ ও ৫টি গরীব পরিবার ৬৭,৫০০টি কেঁচো বিক্রি করে ৩৫,১২৫ টাকা এবং ৩ জন শিক্ষানবিশ ৬.৮০ কুইন্টাল কেঁচো সার বিক্রি করে ৫,৫০০ টাকা আয় করেছে।

অব্যবহৃত ডোবায় মাছ চাষ

১৭টি সংসদের ৪৬টি পরিবারের পতিত/অব্যবহৃত ২৩টি ডোবায় ৬৫ কেজি তেলাপিয়া মাছের পোনা দিয়ে মাছ চাষে সহায়তা করা হয়। মোট ৩.৫৪ একর ডোবায় মাছ চাষ করে পরিবারগুলি ৪৫০ কেজি মাছ নিজেরা খেয়েছে এবং বাড়তি ৮.৫০ কুইন্টাল মাছ বিক্রি করে ৪৮,০০০ টাকা আয় করেছে। এলাকায় অব্যবহৃত ডোবার ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে।

হাঁস ও মুরগী পালন

১৩টি সংসদে ৪১টি পরিবারকে ২০৪টি বনরাজ প্রজাতির ২১ দিনের মুরগীর বাচ্চা ও ৪টি সংসদে ৪টি পরিবারকে ৪০টি খাঁকি ক্যাম্বেল প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয়েছিল। এবছর বন্যার কারণে বেশির ভাগ হাঁস ও মুরগী মারা গেছে। ৬টি পরিবারে জীবিত আছে মাত্র ৯ টি। এই প্রাণী সম্পদের প্রসার ঘটাতে জীবিত আছে এমন পরিবারগুলি ডিম ফুটিয়ে দুগুণ বাচ্চা ফেরৎ দিতে সহমত রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ফেরৎ বাচ্চার অর্ধেক শিক্ষানবিশ পাবে আর বাকী অর্ধেক অন্যান্য গরীব পরিবার পাবে। বর্তমানে পরিবারগুলি নিয়মিত ডিম খাচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ২টি পরিবার ২০টি ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তুলেছে।

ছাগল পালন প্রসারে কর্মসূচি

১৭টি সংসদের ১৭ জন শিক্ষানবিশ ও ৫১টি গরীব পরিবারকে ১৭টি ছাগী সহায়তা দেওয়া হয়। (ছাগীর বাচ্চা হওয়ার পর মা ছাগী অন্য আর একটি পরিবারকে দেওয়া হবে, এইভাবে পর পর ৩টি গরীব পরিবার পাওয়ার পর শেষে শিক্ষানবিশ পাবে)। এখন পর্যন্ত ১৫টি ছাগী বেঁচে আছে ও এর মধ্যে ৫টি ছাগীর ৬টি বাচ্চা হয়েছে ও ২টি বাচ্চা মারা গেছে। ২টি ছাগী অসুখে মারা যাওয়ায় পুনরায় পরিবারগুলিকে ২টি ছাগী কিনে দেওয়া হয়েছে।

শূকর ও ভেড়া পালনের জন্য প্রজনন কেন্দ্র

স্থানীয়ভাবে যোগানের লক্ষ্যে উন্নত প্রজাতির শুকর (ঘুংরু) পালন ও স্থানীয়ভাবে এর প্রসার ঘটাতে ২টি সংসদে ২টি প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ২টি আগ্রহী পরিবারকে একটি করে পুরুষ ও ২টি করে মাদি মোট ৬টি শুকর সহায়তা দেওয়া হয় । এখনও পর্যন্ত ৪টি শুকর ভালো আছে এবং ১টি মা শুকর ৫টি বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চাগুলি একটু বড় হলে চিহ্নিত গরীব পরিবারকে দেওয়া হবে। এছাড়া পরিবার ভিত্তিক ৫টি পরিবারকে ৫টি মাদি শুকর দেওয়া হয়েছে। সব বাচ্চাগুলি ভালো অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে প্রসার ও গরীব পরিবারে সরবরাহ করার উদ্দশ্যে ভেড়ার প্রজনন কেন্দ্র তৈরির লক্ষ্যে ৩টি পরিবারে গাঁড়োল প্রজাতির ১টি করে ভেড়া ও ২টি করে ভেড়ি দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৩টি ভেড়ি ৬টি বাচ্চা প্রসব করেছে।

পশু টীকাকরণ শিবির পরিচালনায় সহায়তা

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে ১৩টি পশু টীকাকরণ ও চিকিৎসা শিবির

সফল করতে প্রচার কাজ ও সচেতনতা বাড়াতে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ফলে আগের তুলনায় পশু পাখি সহ শিবিরে পশু পাখি পালনকারী পরিবারের উপস্থিতি যথেষ্ট বেড়েছে ও কিছুটা সচেতনতাও তৈরি হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী রূপায়ণ

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে MGNREGA-এর অধীনে ৭টি সংসদ এলাকায় ৮,৬০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয় (রাস্তার দুইধারে, নদীর পাড়ে)। বন্যার কারণে অধিকাংশ নষ্ট হলেও এখনও ৩০% ভালো অবস্থায় রয়েছে। ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে ১৬২টি আগ্রহী গরীব পরিবারকে দিয়ে তাদের বাড়ীর নার্সারীতে বিভিন্ন ধরনের ৩২,৪০০টি এক বছর বয়সী চারা তৈরি করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষে ন্যূনতম ১৫০টি পরিবারকে বৃক্ষপাট্টা প্রদানের মাধ্যমে গড়ে ১০০টি করে মোট ১৫,০০০ চারা রোপণ ও পরিচর্যা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

হাতে কলমে প্রশিক্ষণ

১৭ জন শিক্ষানবিশকে গ্রাম পঞ্চায়েতে মাসে দু বার নিয়মিত বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং মাঝে মাঝে তাদের মাঠে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া সংসদ স্তরে চিহ্নিত গরীব পরিবার ও চাষিদের জৈব পদ্ধতিতে চাষের সুফল এবং জমিতে রাসায়নিক ও বিষ ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া অ্যাজোলা চাষ, কেঁচো সার তৈরি ও ইহার ব্যবহার, প্রাণী পালন, ফলবাগান, উন্নত প্রথায় চাষ, নার্সারী ও অন্যান্য বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দেওয়া হয়।

শিক্ষামূলক পরিদর্শন

নতুন ফসল চাষ, নতুন পদ্ধতিতে চাষ, অ্যাজোলা চাষ ও ইহার ব্যবহার, কেঁচো সার তৈরি ও ইহার ব্যবহার, নার্সারী ও অন্যান্য দৃষ্টান্তমূলক কাজগুলি শিক্ষানবিশ, আগ্রহী চাষি এবং পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যদের শিক্ষামূলক পরিদর্শন করিয়ে কাজগুলির প্রতি আগ্রহ তৈরি ও কাজের মান বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। এরকম বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক পরিদর্শন হয়েছে ১৬টি।

পাড়া বৈঠক

বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী মাধ্যম হল পাড়া বৈঠক। নিয়মিত ভাবে পাড়া বৈঠকে আলোচনা করে গৃহীত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও আগামী কাজের পরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়া জৈব পদ্ধতিতে চাষ-বাস, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, প্রাণী পালন ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই পাড়া বৈঠকগুলিতে শিক্ষানবীশ ছাড়াও মাঝে মাঝে সংশ্লিষ্ট সংসদ এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিগণ উপস্থিত থাকেন। এরকম মোট ৪৭২টি পাড়া বৈঠক হয়েছে।

এল সি ডি শো

বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণের আর একটি শিক্ষামূলক মাধ্যম হল এলসিডি শো। পুষ্টি, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকার উন্নয়ন সংক্রান্ত শিক্ষামূলক বিষয়গুলি সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য সন্ধ্যায় মোট ২০৫টি এল সি ডি শো করা হয়েছে। যেখানে ২০ থেকে ৫০/৬০ জন উপস্থিত থেকেছেন। এই শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়েছে ফলে জনসংযোগও অনেকটাই বেড়েছে।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যে বীজগুলি সরবরাহ করা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে যে ফসলগুলির বীজ রাখা সম্ভব সেগুলি সংগ্রহ করা এবং নিজের জন্য পরবর্তী মরশুমে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা এবং সফল উৎপাদনের পরে প্রাপ্ত বীজ সম পরিমাণে ফেরৎ দেওয়া। নিয়মিত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য ফেরৎ বীজের অর্ধেক শিক্ষানবীশ পায় এবং বাকী অর্ধেক পরবর্তী মরশুমে একই নিয়মে অন্যান্য গরিব পরিবারগুলিকে সরবরাহ করার জন্য শিক্ষানবীশের কাছে সংরক্ষিত থাকে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা জারি রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৪৯৩টি পরিবার মাঠ ফসলের ও শাকসবজির বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষানবিশ

সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একজন আগ্রহী বিবাহিতা মহিলা, যিনি পুষ্টি বাগান, বিভিন্ন ধরনের ডাল, দানা ও তৈল জাতীয় খাদ্য উৎপাদন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পশু-পাখি পালন, পশু-পাখি টীকাকরণ, নার্সারী, গাছের কলম তৈরি, অ্যাজোলা, কেঁচো সহ অন্যান্য জৈব-সার ও কীট রোধক তৈরির বিষয়গুলি হাতে-কলমে শিখছেন এবং চিহ্নিত গরীব পরিবার ও সাধারণ মানুষকে শেখাচ্ছেন ফলে পরিবারগুলি নিজেরা আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন। নিজে শেখা ও অন্যদের শেখানোর জন্য মনোনীত শিক্ষানবিশগণ প্রশিক্ষণ পিছু কিছু স্টাইপেন্ড পাচ্ছেন এবং ফেরৎ বীজ ও অন্যান্য উপকরণের একটা অংশ পাচ্ছেন। এই রকম ১৭ জন আগ্রহী বিবাহিতা মহিলা শিক্ষানবিশ হিসাবে যুক্ত হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মান বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে সহায়তা দিচ্ছেন।

এলাকায় কি কি প্রভাব পড়েছে

১) গরীব পরিবারগুলিতে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ঘরোয়া পুষ্টি বাগান তৈরি ও ডাল শস্যের চাষ বাড়ায় শাক সবজি ও ডাল খাওয়ার প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে।

২) পুষ্টিকর শাক সবজি ও ডালের যোগান বাড়ায় চিহ্নিত পরিবারগুলিতে পুষ্টির মান কিছুটা বেড়েছে।

৩) খাদ্য শস্যের চাষ কিছুটা বেড়েছে, ফলে গরীব পরিবারগুলিতে ২-৩ মাসের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত হয়েছে এবং খাদ্য সুরক্ষা কিছুটা বেড়েছে।

৪) হাঁস ও মুরগী পালন এবং মাছ চাষের ফলে গরিব পরিবারগুলিতে ডিম ও মাছের যোগান কিছুটা বেড়েছে।

৬) পশু-পাখি পালন, মাছ চাষ, সবজি ও বিভিন্ন মাঠ ফসল চাষ বৃদ্ধির ফলে কিছুটা আয় বাড়ায় জীবন-জীবিকার মান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭) মরশুমি পতিত জমি, পতিত জমি, অব্যবহৃত জমি (রাস্তার ধার, পুকুর পাড়, জমির আল) ও অব্যবহৃত ডোবার ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে ও বাড়ছে ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারও বাড়ছে।

৮) জৈব পদ্ধতিতে চাষ সম্পর্কে সচেতনতা বিশেষ করে কেঁচো সার তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধির ফলে আস্তে আস্তে রাসায়নিক সার ও বিষের ব্যবহার কমছে।

৯) পশু-পাখির খাদ্য অ্যাজোলা সম্পর্কে সচেতনতা, অ্যাজোলা চাষ, ইহার ব্যবহার ও যোগান উত্তরোত্তর বাড়ছে।

১০) বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বাড়ছে ফলে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ফেরৎ দেয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

১১) গরিব পরিবারগুলির কাছে শিক্ষানবিশদের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে ফলে সংসদ স্তরে এই রকম শিক্ষানবিশদের প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে।

১২) নার্সারী তৈরি ও গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায় গাছ লাগানোর প্রবণতা কিছুটা বেড়েছে।

১৩) গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় সংসদ স্তরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ কিছুটা বেড়েছে ফলে পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আগের তুলনায় কিছুটা শক্তিশালী হয়েছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এলাকা পরিদর্শন

ডেনমার্ক সরকারের পক্ষে সেই দেশের উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইআইইন্টারেস্ট (ভারতে যার প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস) এর প্রতিনিধিগণ একবার এসে এলাকার যৌথ উদ্যোগের কিছু কিছু কাজ ঘুরে দেখেন এবং কাজের সাথে যুক্ত পরিবার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, শ্রীমতি মিঠু জোয়ারদার, কুশমণ্ডি ব্লকের বিডিও ও জয়েন্ট বিডিও, শ্রী অমূল্য চন্দ্র সরকার ও শ্রী স্নেহাশিষ ভৌমিক, ব্লকের এডিএ, শ্রী অজিত সরকার, ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী বিনয় কুমার পাল ও এমজিএনআরইজি এর ডিএনও, শ্রী দেবজিৎ বোস বিভিন্ন সময়ে এলাকার কিছু কিছু কাজ পরিদর্শন করে ও পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে যৌথ উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং আরও এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

এছাড়া দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'Civil Society' নামক একটি মাসিক পত্রিকার বরিষ্ঠ সাংবাদিক, মাননীয় শ্রী সুবীর রায় এলাকার কিছু কিছু কাজ পরিদর্শন করেন এবং কাজের সঙ্গে যুক্ত পরিবার, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান,

সকল সদস্য, কর্মচারীবৃন্দ, শিক্ষানবিশগণ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও, জয়েন্ট বিডিও ও অন্যান্য আধিকারিকগণের মতামত সংগ্রহ করেন এবং উল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

ক) অধিকাংশ সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে যৌথ কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তারা মাঝে মাঝে পরিবাগুলির কাজ প্রদর্শন করছেন।

খ) যৌথ উদ্যোগের কাজগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে এবং বেশকিছু কাজ ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষের কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ) শিক্ষানবিশদের পাক্ষিক প্রশিক্ষণ বা অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এলে তা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

ঘ) সংসদ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে যৌথ উদ্যোগের কর্মকাণ্ডগুলি দেখাশোনার জন্য সংসদ ভিত্তিক কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ঙ) যৌথ উদ্যোগের মূল দায়িত্ব ও মালিকানা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন কাজ করতে শুরু করেছে।

উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত

ক) সংসদ স্তরে শিক্ষানবিশের যৌথ কাজের ভাবনা, ধীরে ধীরে চিহ্নিত পরিবার ও চাষীদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

খ) গরীব পরিবারগুলি কাজ ভিত্তিক ৩-৫ জন মিলে কার্যকরী দল গড়ে যৌথ ভাবে বিভিন্ন ধরণের কাজ করছেন ফলে ভূমিহীন পরিবারগুলি ভাগ পদ্ধতিতে বা লিজ নিয়ে মরশুমি পতিত, পতিত জমির ব্যবহার বাড়িয়েছে। এছাড়া জমির মালিকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভূমিহীন পরিবারদের কাছে বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং তারা নিজেদের জন্য কিছুটা খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বাড়িয়েছে।

গ) গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সাথে গ্রামবাসীদের আরও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ সেতু স্থাপন করেছে। একই সাথে শিক্ষানবিশদের শেখা ও শেখানোর প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান, দক্ষতা, সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান যথেষ্ট বেড়েছে এবং বাড়ছে।

ঘ) গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত বীজ ও অন্যান্য উপকরণ পরিবারগুলি যথাযথ ভাবে ব্যবহার করছে। নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ সংরক্ষণ করছে এবং ফসল উৎপাদন করার পরে প্রাপ্ত বীজ বা বীজের মূল্য ও প্রাণী সম্পদ ফেরত দিচ্ছে।

ঙ) ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের দপ্তর, ব্লকের প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষমতা আগের তুলনায় বেড়েছে।

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন, মে ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীদের বাস্তব পরিস্থিতির সামনে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষম করে তুলতে প্রথাগত ও প্রচলিত শিক্ষার সাথে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক ও জীবনমুখী শিক্ষার সংযোজন। সংযোজিত বিষয়গুলিতে স্থানীয় কৃষি ও প্রাণীসম্পদ, স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য, স্থানীয় পরিবেশ, স্থানীয় শিল্পকলা ও সংস্কৃতি এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান।

২) ছাত্র- ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় বিভিন্ন জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে শিখনের মাধ্যমে আঞ্চলিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩) বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি, মাতা শিক্ষক সমিতি প্রশিক্ষিত হয়ে সক্ষম হবে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি এই গ্রামীণ উপযোগী প্রাসঙ্গিক আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে সংযোজিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

৪) ১৪ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণী অনুত্তীর্ণ যারা নিজেরা তেমন কিছু করতে পারছে না অথবা সরকারি প্রশিক্ষণ বা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদের পরিবারের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দিতে গ্রামীন জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা হাতে কলমে বৃদ্ধি করে কিছু সহায়ক জীবিকার ব্যবস্থা করা।

৫) এই উদ্যোগে প্রভাবিত হয়ে পাশাপাশি অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতও এই উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর হবে।

শুরুর কথা

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২১টি, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র- ৮টি, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র- ১টি ও উচ্চ বিদ্যালয়- ২টি। এলাকার বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি আমাদের আন্তরিক চেষ্টা জারি থাকলেও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি তেমন ভাবে নজর দিতে পারেনি। কিন্তু স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার হিসেবে আমাদের একটা বিশেষ ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে। সেই ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য/সদস্যা ও কর্মচারীগণকে নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সংযোজন বিষয়ে আলোচনা করি। প্রচলিত শিক্ষার সাথে আঞ্চলিক জীবনযাত্রা নির্ভর শিক্ষাকে সংযোজন করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আর এই কাজে আমরা সার্বিক ভাবে পাশে পেয়েছি কলকাতাস্থিত একটি উন্নয়নমূলক পেশাদার সংস্থা, অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভস্ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, সমসিয়া রুরাল হেলথ এন্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিকে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মে, ২০১৭ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয় পথ চলা। শুরুতেই আমরা সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ শিক্ষিকা, মুখ্য সম্প্রসারক ও মুখ্য সহায়কদের এই উদ্যোগ ও তার কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনায় শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। বেশ কয়েকজন শিক্ষক অল্পদিনের মধ্যে তাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এই উদ্যোগের কাজগুলি শুরু করে দেয়। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে যথাযথ পরামর্শ দিচ্ছেন কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়া, কুশমণ্ডি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও কুশমণ্ডি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (কুশমন্ডি পূর্ব চক্র) ও অন্যান্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ।

খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে যে কয়টি কর্মসূচি গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

জৈব পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান

এখন পর্যন্ত ১২টি বিদ্যালয়ে চলছে সারা বৎসর ব্যাপী জৈব পদ্ধতিতে সার বিষ বিহীন পুষ্টি বাগান। বেশীরভাগ বিদ্যালয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ দিয়েছে বেড়া দেওয়ার বাঁশ, কেউ দিয়েছে বেড়া তৈরির জন্য শ্রম, আবার কোথাও কোথাও সম্মিলিত ভাবে বেড়া তৈরির জন্য ও বাগানের মাটি তৈরির জন্য শ্রম। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনীয় শাক-সবজির বীজ ও কারিগরি সহায়তা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কিশোর বয়স থেকেই হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে বিভিন্ন বীজের আকৃতি, তার অঙ্কুরোদ্গম, বীজ থেকে চারা হয়ে ওঠা, তার ফুল, ফল, পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ। পাশাপাশি তারা শিখছে কোন্ শাক-সবজিতে বেশী খাদ্যগুন বা পুষ্টিগুণ রয়েছে এবং কোনটা বেশী বেশী করে খাওয়া দরকার। এই ভাবে তারা আনন্দদায়ক এক প্রকৃতিপাঠের রস আস্বাদন করছে এবং প্রকৃতিকে আপন করতে শিখছে।

ফল গাছের নার্সারি

এখন পর্যন্ত ৮টি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ৩/৪ ধরনের ফল গাছের নার্সারি করানো সম্ভব হয়েছে। মাটি ও গোবর সার সংগ্রহ, প্যাকেটে মাটি ভর্তি সম্পূর্ণটাই ছাত্র-ছাত্রীরা করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বীজ ও প্লাস্টিক প্যাকেট সরবরাহ করা হয়। আমাদের লক্ষ্য হল, প্রত্যেক ছাত্র- ছাত্রীর বাড়ীতে পেঁপে, কলা, পেয়ারা, লেবু, আমলকী, বেদানা, সজনে ইত্যাদি কমপক্ষে ৫ রকম ফলের গাছ যেন থাকে। এখানেও তারা হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে কিভাবে মাটি তৈরি করতে হয়, কিভাবে প্যাকেটে মাটি ভর্তি করতে হয়, কিভাবে বিভিন্ন বীজ প্যাকেট দিতে হয়। আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বীজের অঙ্কুরোদ্গম, বীজ থেকে চারা হয়ে ওঠা ইত্যাদি। শিখছে পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও। জানছে বিভিন্ন মরশুমি ফল ও তাদের সুফল সম্পর্কে। এক অনাবিল আনন্দদায়ক পরিবেশে তারা গাছ ও মরশুমি ফল ও তাদের গুনাগুন সম্পর্কে যত জানছে, বৈচিত্রময় প্রকৃতিকে জানবার ইচ্ছাও তত প্রবল হচ্ছে।

বডি মাস ইন্ডেক্স (বিএমআই) পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা পুষ্টি ম্যাপিং

প্রতিটি শিশু বা কিশোরের শারীরিক স্বাভাবিক সক্ষমতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরী। শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানসিক বিকাশ অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। আর তাই একেবারে শিশু বয়স থেকেই অপুষ্টি নামক সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বডি মাস ইন্ডেক্স পদ্ধতিতে ছাত্র ছাত্রীদের পুষ্টি ম্যাপিং এর কাজ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুষ্টি ম্যাপিং করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে ১৮ জনের চুড়ান্ত পর্যায়ের অপুষ্টি (লাল) এবং ১১৪ জনের মাঝারি পর্যায়ের অপুষ্টি (হলুদ) ধরা পড়েছে।

পুষ্টি ম্যাপিং এর পরে অভিভাবকদের নিয়ে সভা

পুষ্টি ম্যাপিং এর পরে প্রতিটি বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে শিক্ষক মহাশয়গণ কিভাবে অপুষ্টি চিহ্নিতকরণ করা হয় এবং অপুষ্টি দূরীকরণে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলি কি কি সে বিষয়ে আলোচনা করেন। অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ এরকম ৩০টি সভা করেছেন। এরপর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রদত্ত ৪/৫ রকম শাক সবজির বীজ প্রত্যেক অপুষ্ট ও আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে বাড়ীতে ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করার জন্য। এরপর প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের বাড়ীতে গিয়ে বাগানগুলি পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে পরিবারগুলিকে অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি জারি রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করছেন।

অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পাড়া মিটিং

এই কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল পাড়া মিটিং। খুব খোলামেলা পরিবেশে আলোচনার সুবাদে এই মিটিংগুলিতে অভিভাবকগণ স্কুলের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। এই সভায় মাঝে মাঝে স্থানীয় শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। এই সভাগুলি মূলতঃ দু'ধরনের। একটি হল- আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে স্কুলগুলিতে যে কর্মকাণ্ডগুলি শুরু হয়েছে ও আগামী দিনে শুরু হতে পারে সে বিষয় সহ স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন কেন্দ্রিক। আর অন্যটি হল- মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ বিশেষ করে অষ্টম মান অনুত্তীর্ণ ১৬-৩০ বছরের স্কুলছুট যুবক যুবতীদের জন্য বাড়তি রোজগারের লক্ষ্যে স্কুলের ছুটির পর স্থানীয় জীবনমুখী বিষয়ে প্রশিক্ষণ যাকে বলা যেতে পারে আফটার স্কুল কেন্দ্রিক। এ পর্যন্ত স্কুলের উন্নয়ন কেন্দ্রিক পাড়া মিটিং হয়েছে ৯৩টি যার মধ্যে ৭৩টি হয়েছে এলসিডি প্রদর্শনের পর। আর আফটার স্কুল কেন্দ্রিক পাড়া মিটিং হয়েছে ৫৯টি যার মধ্যে ৫৫টি হয়েছে এলসিডি প্রদর্শনের পর।

অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষাদান

শিশু কিশোরদের আনন্দদানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলে শুরু হয়েছে সপ্তাহে একদিন অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের শিক্ষাদান। পাঠ্যসূচীর বিষয় ছাড়া সেখানে প্রদর্শন করা হয় দৈনন্দিন বিভিন্ন সু-অভ্যাস, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানা বিষয় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র। বেশিরভাগ স্কুলে এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ। এখন পর্যন্ত ২১টি স্কুলে অডিও-ভিসুয়াল এই আনন্দদায়ক মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করা সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১৪২ বার এই মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা, সৃজন মূলক ও শিল্প কলার চর্চা

বর্তমান পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীতে শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য সচেতনতা,

সৃজনশীলতা ও শিল্প কলার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তাদের আনন্দ ও মানসিক বিকাশের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কবিতা পাঠ, মহাপুরুষদের কৈশোরবেলা ও তাদের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা, বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের কাছে তারা একটি লক্ষ্য ও আদর্শ হয়ে উঠবে। এই ভাবনাকে সামনে রেখে উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় কিছু জ্ঞানী ও দক্ষ মানুষজনকে যুক্ত করেছে, ছাত্র ছাত্রীদের নিয়মিত পড়াশুনাকে ব্যহত না করে তাদের মানবিক চেতনা ও সৃজনাত্বক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে। ইতিমধ্যে ৪ জন সিআরও (কমিউনিটি রিসোর্স অর্গানাইজার, যাকে বলা যেতে পারে 'সমুদায় সম্পদ সংগ্রহকারী সংগঠক')-র পরিচালনায় ৭ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যাক্তির সহায়তায় ৫টা স্কুলে নাচ, গান, ছবি আঁকা, কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি এবং যোগব্যায়াম শেখানোর কাজ শুরু হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষক খুব উৎসাহের সঙ্গে এই কাজে ব্রতী হয়েছেন।

পাড়াতে এলসিডি প্রদর্শন

গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে যে আঞ্চলিক প্রাসঙ্গিক ও জীবনমুখী শিক্ষার প্রসারে প্রায় প্রতিটি স্কুলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি চলছে সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে অভিভাবকদের জানাতে এবং এই কাজে অভিভাবক তথা স্থানীয় সাধারণ মানুষকে স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ ভূমিকা ও ইতিবাচক অংশগ্রহণ বাড়াতে পাড়ায় পাড়ায় এলসিডি প্রদর্শন দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন কেন্দ্রিক, (২) স্কুলের ছুটির পর স্কুলের গৃহেই ১৬ থেকে ৩০ বছরের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ স্কুলছুট বিবাহিত/অবিবাহিত যুবক/ যুবতিদের পরিবারে বাড়তি কিছু আয়ের পথ দেখানোর জন্য হাতে কলমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আফটার স্কুল কেন্দ্রিক। স্কুলের উন্নয়ন কেন্দ্রিক এলসিডি প্রদর্শনের সময় গ্রামবাসীদের খুব ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত এরকম এলসিডি প্রদর্শন হয়েছে ৭৩টি। আর আফটার স্কুল কেন্দ্রিক এলসিডি প্রদর্শন ৫৫টি করা সম্ভব হয়েছে।

পঞ্চায়েত, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সভা

গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলগুলিতে এই কাজগুলি শুরু করার আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত/পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যাদের পরিচালনায় শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষদের নিয়ে সাধারণ সভা সংগঠিত করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে উপস্থিতির হার বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি এবং কাজগুলির প্রতি তাদের সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এবং তারপর তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের এই কাজে সহায়ক হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৪টি নিবিড় স্কুলে এ রকম সভা হয়েছে ১৫টি।

স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত বিষয়ে সভা

পঠন পাঠন সহ স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজে অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষদের অংশগ্রহণ বাড়াতে ও মালিকানা বোধকে দৃঢ় করতে অভিভাবকদের

সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হল স্কুলের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ। এক একটি স্কুলে ২/৩ বার করে বসে ২টি স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এরপর অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের থেকে উঠে আসা বিষয়গুলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় পর পর সাজিয়ে সুপারিশ সহ একটি চিঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে জমা দেন আর অনুলিপি পাঠান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মহোদয়কে। দুটি স্কুলে এরকমভাবে স্কুলের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং বা কৃত্যালি

কোনও কাজ বা বিষয় করতে করতে শেখা ও শিখতে শিখতে যে কাজ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে তাকে অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং বা কৃত্যালি বলে। শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও শ্রেণীকক্ষের বাইরে হাতে কলমে শিখতে শিখতে করা ও করতে করতে শিখতে পারে এমন কিছু স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় বর্তমান পাঠ্যসূচিতে যুক্ত হয়েছে। এমন স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে ৫টি, চতুর্থ শ্রেণীতে ৮টি, পঞ্চম শ্রেণীতে ১৫টি, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৫টি, সপ্তম শ্রেণীতে ১৫টি আর অষ্টম শ্রেণীতে ১১টি অর্থাৎ তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৬৯টি।

৪টি নিবিড় স্কুলে এ রকম ২০টি কৃত্যালির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে শ্রেণীকক্ষের ভিতরের কাজ সমাপ্ত করে ঐ দিনই শ্রেণী কক্ষের বাইরের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কৃত্যালির কাজগুলি করানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয়গণ যেমন উপভোগ করছেন তেমন ছাত্র-ছাত্রীরাও আনন্দের মধ্য দিয়ে কাজগুলি শুনছে, দেখছে, পর্যবেক্ষণ করছে, জানছে ও শিখছে। দুটি স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ মূখ্য ভূমিকা নিয়ে কৃত্যালীর কাজকে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

ছুটির সময়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য আনন্দমূলক শিক্ষা শিবির

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত স্কুলে বছরে ন্যূনতম ৩ বার অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন, শীতকালীন ও দুর্গোৎসবের ছুটি থাকে। স্কুলগুলি বন্ধ থাকার ফলে ছাত্র- ছাত্রীদের পড়াশুনার চাপও কম থাকে। ওই সময় তাদের কিছু শেখানোর উদ্যোগ নিলে যেমন তারা শিখবে তেমনি আনন্দও পাবে। বিগত গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ৪টি নিবিড় স্কুলে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ছাত্র- ছাত্রীদের থেকে জেনে নাচ-গান, ছবি আঁকা, কবিতা পাঠ ও টেলিফোনের ব্যবহার এই বিষয়গুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক শিবিরে স্থানীয় শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ স্থানীয় ব্যাক্তিত্ব উপস্থিত থেকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ দিয়েছেন তেমনি অনেক অভিভাবক নিজেরা মাঝে মাঝে শিবিরে উপস্থিত থেকে শিক্ষকদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

বিগত বোর্ডের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণ

১) শ্রী অনিল হাঁসদা (প্রধান), V নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২) শ্রী দিলীপ রায় (উপ-প্রধান), xi নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩) আব্দুল রজ্জাক (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি), ix নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪) শ্রীমতি তুতুন বসাক, x নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫) শ্রীমতি কল্পনা সরকার, iV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৬) সেলিনা আক্তার বানু, Vii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৭) ইলিয়াস আলী, xiV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৮) শ্রী কৃষ্ণ বসাক, xV নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৯) শ্রী সুকুমার সরকার, XVii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১০) শ্রীমতি আদোবালা সরকার, XVi নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১) নুরজাহান বেগম (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি), Xiii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১২) শ্রী প্রভাত সরকার (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি), iii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৩) শ্রীমতি শিল্পী সরকার, Viii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৪) শ্রীমতি শিবানী বালা রায়, i নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৫) শ্রীমতি কোকিলা রায়, ii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৬) শ্রী জয়ন্ত রায় (সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি), Vi নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৭) শ্রী সুর্য্য হালদার, Xii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যাগণ

১) শ্রীমতি মিঠু জোয়ারদার (সভাপতি, কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতি)

২) শ্রীমতি যমুনা বালা রায় (নির্বাচিত সদস্য)

৩) শ্রী নির্মল সরকার (নির্বাচিত সদস্য)

বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যার নাম

১) আব্দুর রাজ্জাক (প্রধান), xvi নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

২) শ্রীমতি মাঞ্জালী মার্ডি (উপ প্রধান), x নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৩) শ্রীমতি জ্যোৎস্না নাগবংশী, i নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৪) শ্রী প্রভাত সরকার, ii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৫) শ্রীমতি সুধা সরকার, iii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৬) শ্রী জীবন কৃষ্ণ সরকার, iv নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৭) শ্রীমতি আদরী রায়, v নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৮) শ্রী নারাই রায়, vi নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

৯) শ্রীমতি সকালী সরকার, (সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতি) vii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১০) আব্দুল বাকী, (সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ উপ-সমিতি) viii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১১) শ্রী অসীম সরকার, ix নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১২) শ্রী বিশ্বনাথ রায়, xi নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৩) শ্রীমতি মিনতি মুর্মু, xii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৪) রেজাউল হক, (সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো উপ-সমিতি) xiii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৫) ইলিয়াজ আলী, xiv নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৬) শ্রীমতি পিউ ঘোষ (বসাক), (সঞ্চালক, নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপ-সমিতি) xv নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

১৭) শ্রীমতি রত্না সরকার, xvii নং সংসদ থেকে নির্বাচিত।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বর্তমান কুশমণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যাগণ

১) শ্রী গলেন সরকার (নির্বাচিত সদস্য)

২) শ্রীমতি অরুণা সরকার (নির্বাচিত সদস্যা)

৩) শ্রী রাজেন সরকার (নির্বাচিত সদস্য)

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীবৃন্দ

১) শ্রী কমল রায় (ভারপ্রাপ্ত নির্ব্বাহী সহায়ক)

২) শ্রী অমিত কর (সচিব)

৩) শ্রী সুমন পাল (নির্মান সহায়ক)

৪) শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ (জি আর এস)

৫) শ্রী মহেশ সরকার (জীবিকা সহায়ক)

৬) শ্রী বাপ্পা মহন্ত (ভি এল ই)

৭) শ্রী সোমেন ওরাও (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী)

৮) শ্রী লালচাঁদ রবিদাস (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী)

৯) শ্রী মনোজ কুমার দাস (ক্যাজুয়াল কর্মী)

১০) শ্রী ভোলা বর্মন (কর আদায়কারী)

১১) শ্রী ক্ষুদিরাম সরকার (কর আদায়কারী)

১২) সাদ্দাম হোসেন (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশিক্ষক, খাদ্য, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত যৌথ কাজের)

গ্রাম পঞ্চায়েতের সংসদ স্তরের শিক্ষানবিশগণ

১) শ্রীমতি পাশানি নাগ বংশী, i নং সংসদ থেকে মনোনীত।

২) শ্রীমতি অলোকা রায়, ii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৩) শ্রীমতি মামন দাস, iii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৪) শ্রীমতি ভারতী সরকার, iv নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৫) শ্রীমতি কবিতা সরকার, v নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৬) শ্রীমতি মীরা রায়, vi নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৭) শ্রীমতি মাইনো সরকার, vii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৮) শ্রীমতি ঝর্না সরকার, viii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

৯) শ্রীমতি অজন্তা সরকার, ix নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১০) শ্রীমতি মীরা রানী রায়, x নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১১) শ্রীমতি মল্লিকা রায়, xi নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১২) শ্রীমতি টুলটুলি দাস xii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৩) পারুল বেগম, xiii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৪) শ্রীমতি ঝুনু মণ্ডল, xiv নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৫) শ্রীমতি পিঙ্কি ঘোষ, xv নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৬) শ্রীমতি প্রভাতী সরকার, xvi নং সংসদ থেকে মনোনীত।

১৭) শ্রীমতি চন্দনা সরকার, xvii নং সংসদ থেকে মনোনীত।

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger Empowerment and Development